কলকাতা উচ্চ আদালত
ফৌজদারি পুনর্বিবেচনামূলক বিচারক্ষেত্র
আপিল বিভাগ

মাননীয় বিচারপতি বিবেক চৌধুরী

সিআরআর ২০২২-এর ১২৪১
ভানু প্রতাপ সিং
বনাম
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ও আরেকজন

আবেদনকারীর জন্যঃ	**শ্রী হিমাংশু দে, আইনজীবী**
	শ্রী পিনাকি রঞ্জন চক্রবর্তী, আইনজীবী
	শ্রী নভনিল দে, আইনজীবী
	শ্রী সুব্রজিৎ দে, আইনজীবী
রাজ্যের জন্যঃ	**শ্রী মধুসূদন সুর, আইনজীবী**
	শ্রী দীপঙ্কর প্রামাণিক, আইনজীবী
শুনানীঃ	**১৪ ডিসেম্বর, ২০২২**
রায়ঃ	**১৭ নভেম্বর, ২০২৩**

<u>বিচারপতি, বিবেক চৌধুরী:-</u>

১. এই তাৎক্ষণিক পুনর্বিবেচনার আবেদনটি খনি ও খনিজ (উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৫৭-এর ২১ ধারার সাথে পঠিত ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৯ ধারার অধীনে ভানু প্রতাপ সিংয়ের বিরুদ্ধে ২০২১ সালের ৪৯৩ নম্বর চিনসুরাহ পুলিশ স্টেশন মামলার সাথে সম্পর্কিত ২০২১ সালের ৪৫৩ নম্বর প্রথম তথ্য প্রতিবেদন বাতিল করার জন্য ফৌজদারি কার্যবিধির ৩৯৭ ধারার সাথে পঠিত ধারা ৪৮২-এর অধীনে দায়ের করা হয়েছে এবং এর অধীনে শুরু হওয়া কার্যধারা হল জি. আর. ২০২১ সালের ২৩৯৬ নম্বর মামলাটি হুগলির বিজ্ঞ মুখ্য জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে বিচারাধীন রয়েছে।

২. আবেদনকারী, ভানু প্রতাপ সিং, ইটের ক্ষেতের মালিক মেসার্স কেয়োটা ইটের ক্ষেতের ১ম ও ২ম ইউনিটটি মৌজা-কেওটায় অবস্থিত, জে. এল. নং. ০৭, প্লট নম্বর ৮৭৮২, ৮৬২৯, ৮৬৩৩, ৮৫৮২ এবং ৮৫৩৮; থানা-

চিনসুরাহ, হুগলি জেলা। এই ইটের ভাটাটি ১৯৬০ সাল থেকে দুটি ইউনিট নিয়ে কাজ করছে। হুগলি জেলা খনি কর্তৃপক্ষ আবেদনকারীর ইটের ক্ষেতকে অনুমোদিত এবং নিয়মিত বলে বিবেচনা করে এবং ইটের মাটিতে রয়্যালটি গ্রহণ করে যা খনি ও খনিজ (উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৫৭-এর অধীনে একটি দাবি। সংশ্লিষ্ট জমিতে ইটের ক্ষেতের এত দীর্ঘ পরিচালনার মাধ্যমে, উল্লিখিত প্লটগুলি ইতিমধ্যে খনিতে রূপান্তরিত হয়েছে এবং আবেদনকারীর ব্যবসা ১৯৫৭ সালের উক্ত আইনের অধীনে পরিচালিত হয়।

৩. প্রশ্নযুক্ত জমির ক্ষেত্রে, আবেদনকারীর পূর্বসূরি সুদে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছ থেকে প্রাথমিকভাবে ১৯৬০ সালে ৩০ বছরের জন্য বৈধ ইজারা নিয়েছিলেন।উক্ত ইজারাটিতে নবায়নের ধারা থাকা সত্ত্বেও, ১৯৯০ সালে রাজ্য কর্তৃপক্ষ প্রাথমিকভাবে তা পুনর্নবীকরণ করতে অস্বীকার করে, যার জন্য আবেদনকারীর বাবা হুগলির বিজ্ঞ দেওয়ানী বিচারক (জুনিয়র ডিভিশন) অতিরিক্ত আদালতে ২০০৩ সালের টাইটেল স্যুট দায়ের করেন এবং উক্ত মামলায় গৃহীত রায় ও ডিক্রি অনুসারে, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ২০০৭ সাল থেকে ২০৩৭ সাল পর্যন্ত আরও ৩০ বছরের জন্য ইজারা পুনর্নবীকরণের অনুমতি দেয়।

৪. পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভূমি ও ভূমি সংস্কার বিভাগ, ২৯.০৯.২০০০ তারিখের সার্কুলার দ্বারা এবং ০২.০২.২০০১ তারিখের উক্ত সার্কুলারের সংশোধনপত্রে ০১.০৯.২০০০ বা তার আগে চালু হওয়া সমস্ত ইটের ক্ষেতকে নিয়মিতকরণের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল এবং/অথবা যার ক্ষেত্রে, ইটের ক্ষেতগুলিকে কাজ চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়ার জন্য মাননীয় আদালতের একটি আদেশ রয়েছে এবং উক্ত সার্কুলারের পরিপ্রেক্ষিতে, আবেদনকারীর ইটের মাঠ নিয়মিত করা হয়েছিল।

৫. আবেদনকারী ১৯১৩ সালের কোম্পানি আইনের অধীনে অন্তর্ভুক্ত একটি সংস্থা বেঙ্গল ব্রিকফিল্ড ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য এবং তাই আবেদনকারী দাবি করেছেন যে তিনি কলকাতার মাননীয় হাইকোর্ট থেকে উক্ত অ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক প্রাপ্ত রায় এবং আদেশের সুবিধা পাওয়ার অধিকারী যা বলে যেঃ

৫.১ রিট আবেদনটি ১৯৯১ সালের সিও নং ৪৭৬০ (ডাব্লু) (বেঙ্গল ব্রিকফিল্ড ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন এবং অন্যান্য বনাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য) এই অ্যাসোসিয়েশন দ্বারা এই মাননীয়া আদালতে স্থানান্তরিত হয়েছিল এবং ১ নম্বর তারিখের রায় ও আদেশের মাধ্যমে, মাননীয়া বিচারপতি অমিতাভ লালা রাজ্য কর্তৃপক্ষকে কোনওভাবেই রয়্যালটি প্রদানের উপর আবেদনকারীর স্বাভাবিক কাজকর্ম পরিচালনায় ব্যাঘাত না ঘটানোর নির্দেশ দিয়ে রিট আবেদনের নিষ্পত্তি করেছিলেন।

৫.২ ২০০৪ সালের F.M.A. No., 420-এর বিচারাধীন থাকাকালীন রয়্যালটির হার বৃদ্ধির বিরুদ্ধে এই মাননীয় আদালতে একই বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত আপিলের চ্যালেঞ্জ জানিয়ে উক্ত অ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক ২০০০ সালের W.P. No. 992 (W) অনুসারে রিট আবেদনটি দাখিল করা হয়েছিল এবং ১৬.০১.২০০৩ তারিখের রায় এবং আদেশ অনুসারে মাননীয় বিচারপতি অমিতাভ লালা ১৯.০৭.২০০২ তারিখের রায় এবং আদেশ অনুসারে আবেদনকারীদের রয়্যালটি প্রদানের মাধ্যমে ইটভাটার কাজ চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিয়ে রিট আবেদনটি মঞ্জুর করেন। ১৯৯১ সালের CO. No. 4760 (W)-এ প্রদত্ত। ৫.৩ উক্ত রায় এবং আদেশ উভয়ই এখনও বৈধ এবং কার্যকর এবং আবেদনকারী এর সুবিধা পাওয়ার অধিকারী।

৫.৩ ইটের মাটির উপর প্রতি ১০০ ঘনফুট জমির উপর ৩৪ টাকা হারে রয়্যালটির হার নির্বিচারে নির্ধারণকে চ্যালেঞ্জ করে, বেঙ্গল ব্রিকফিল্ড ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন এই মাননীয় আদালতে আরেকটি রিট আবেদন দাখিল করে। এটি ছিল ২০১২ সালের W.P.No.2699 (W) এবং ১০.০২.২০১২ তারিখের আদেশ অনুসারে। মাননীয় বিচারপতি ইন্দিরা ব্যানার্জি একটি অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ জারি করেন যা পক্ষগুলিকে আবেদনকারীদের ব্যবসার ক্ষেত্রে স্থিতাবস্থা বজায় রাখার নির্দেশ দেয় এবং বিবাদীদেরকে আপত্তিকর বিজ্ঞপ্তি কার্যকর করতে নিষেধ করে। পরবর্তীতে মাননীয় বিচারপতি সৌমিত্র পাল কর্তৃক সময়ে সময়ে উক্ত অন্তর্বর্তীকালীন আদেশটি বর্ধিত করা হয় এবং এরপর মাননীয় বিচারপতি জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য উক্ত অন্তর্বর্তীকালীন আদেশটি পরবর্তী আদেশ না দেওয়া পর্যন্ত বর্ধিত করেন। উক্ত রিট আবেদনটি এখনও এই মাননীয় আদালতে বিচারাধীন এবং উক্ত অন্তর্বর্তীকালীন আদেশটি এখনও বলবৎ রয়েছে।

৬. আবেদনকারী বলেছেন যে তিনি পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের নির্দেশিকা অনুসারে সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন এবং একটি দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা স্থাপন করেছেন এবং ইটভাটায় উপযুক্ত উচ্চতা এবং জিগ-জ্যাগ প্রযুক্তির একটি উচ্চ-টানা চিমনি তৈরি করেছেন। আবেদনকারীর আবেদনের ভিত্তিতে এবং প্রয়োজনীয় ফি প্রদানের পরে, পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ড ২০১৫ সাল পর্যন্ত ইটের ক্ষেত পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সম্মতি জারি করেছে।

৭। আবেদনকারীর বক্তব্য হলো, বেঙ্গল ব্রিকফিল্ড ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য হিসেবে তিনি সর্বদা উক্ত অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যদের কল্যাণ ও সুরক্ষার জন্য সক্রিয় এবং উক্ত অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যদের ইটভাটা ব্যবসার বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গের জেলা খনি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত অবৈধ পদক্ষেপের বিরোধিতা করেছেন।

অতএব, তিনি অভিযোগ করেন যে হুগলি জেলার জেলা খনি কর্তৃপক্ষ আবেদনকারীর প্রতি প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে উঠেছে এবং ব্রিকফিল্ডের কার্যক্রমের ক্ষেত্রে আবেদনকারীকে বিভিন্ন ঝামেলা ও হয়রানির শিকার করেছে। তিনি বলেছেন যে তিনি পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের জন্য যথাযথভাবে আবেদন করেছেন এবং এই উদ্দেশ্যে আবেদনকারীর খনির পরিকল্পনা যথাযথভাবে অনুমোদিত হয়েছে। পরবর্তীকালে, জাতীয় গ্রিন ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক গৃহীত আদেশ অনুসারে আবেদনকারীর পক্ষে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানও করা হয়েছিল।

৮. আবেদনকারীর বক্তব্য হলো, ২০১৩ সালে আবেদনকারীর সমিতি কর্তৃক প্রাপ্ত রায় এবং আদেশের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন করে জেলা খনি কর্তৃপক্ষ আবেদনকারীর কাছ থেকে ইটের মাটির দাম যথেচ্ছভাবে উচ্চ হারে দাবি করে। এই দাবির বিরুদ্ধে আবেদনকারী ২০১৩ সালের W.P. No. 37821 (W) নামে একটি রিট আবেদন করেন এবং ৮ই জানুয়ারী ২০১৪ তারিখের একটি আদেশ অনুসারে, মাননীয় বিচারপতি সঞ্জীব ব্যানার্জি নির্দেশ দেন যে, আবেদনকারী যদি কোনও জাতীয়করণকৃত ব্যাংকে স্থায়ী আমানতের মাধ্যমে ৫,০০,০০০/- টাকা জমা রাখেন, তাহলে আইন অনুসারে ব্যবসা পরিচালিত হলে রাজ্য আবেদনকারীর ব্যবসায় হস্তক্ষেপ করবে না। উক্ত আদেশ মেনে, আবেদনকারী এই ধরনের জমা দেন।

৯. আবেদনকারী তখন বলেন যে ইটভাটার জমির উপর ভূমি রাজস্ব দাবির অভিযোগে জেলা খনি কর্তৃপক্ষ আবেদনকারীর বিরুদ্ধে আবারও একটি সার্টিফিকেট কার্যধারা শুরু করেছে। উক্ত দাবি এবং কার্যধারাকে চ্যালেঞ্জ করে, আবেদনকারী এই মাননীয় আদালতের সামনে আরেকটি রিট আবেদন দাখিল করেছেন যা ২০১৫ সালের W.P. No. 30030 (W) এবং ২৩.১২.২০২১৫ তারিখের একটি আদেশ দ্বারা,

মাননীয় বিচারপতি সঞ্জীব ব্যানার্জি একটি অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ জারি করে নির্দেশ দেন যে আবেদনকারীকে সমস্ত দায়মুক্তির জন্য এক পক্ষকালের মধ্যে যেকোনো জাতীয়করণকৃত ব্যাংকে স্থায়ী আমানতের মাধ্যমে দাবির পরিমাণের ৫০% জমা দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে এবং উক্ত আদেশের সম্মতিতে, আবেদনকারী যথাযথভাবে স্থায়ী আমানত জমা দিয়েছেন এবং রাজ্যের বিজ্ঞ আইনজীবীকে এর শংসাপত্রের একটি অনুলিপি প্রদান করেছেন।

১০. আবেদনকারীর বক্তব্য হলো, ২০১৬ সাল থেকে, জেলা খনি কর্তৃপক্ষ 'পরিচালনার সম্মতি'র জন্য আবেদনকারীর আবেদন নিষ্পত্তি করতে নির্বিচারে নিষ্ক্রিয়তা দেখাতে শুরু করে, কারণ অভিযোগ করা হয়েছিল যে আবেদনকারী জেলা খনি কর্তৃপক্ষের একই দাবির বিরুদ্ধে এই মাননীয় আদালতে আবেদন করেছিলেন এবং মতামত দিয়েছিলেন যে, যদি না পূর্বোক্ত রিট আবেদনটি ২০১৩ সালের W.P. No. 37921 (W) এবং ২০১৫ সালের W.P. No. 30030 (W) প্রত্যাহার করা হয় এবং পূর্বোক্ত দাবির পরিপ্রেক্ষিতে সমস্ত অর্থ প্রদান করা হয়, তাহলে আবেদনকারীর 'পরিচালনার সম্মতি'র আবেদন জারি করা হবে না। জেলা খনি কর্তৃপক্ষের এই ধরনের জবরদস্তিমূলক অবস্থানের অধীনে, আবেদনকারী ২০১৬/EZ-এর O.A. No. 133 হিসেবে 'পরিচালনার সম্মতি' জারি করার নিষ্ক্রিয়তার বিরুদ্ধে জাতীয় সবুজ ট্রাইব্যুনালের সামনে মামলা শুরু করতে বাধ্য হন এবং প্রয়োজনীয় আদেশ পান।

১১. আবেদনকারীর বক্তব্য, ২০১৭ সালে, আবেদনকারীর প্রয়োজনীয় ফি পরিশোধ করার পরেও, ‘কার্যক্রমের সম্মতি’ র আবেদন নিষ্পত্তি করতে বিবাদীরা নিষ্ক্রিয়তা দেখাতে শুরু করে। ফলস্বরূপ, আবেদনকারীকে জাতীয় সবুজ ট্রাইব্যুনাল, ও.এ. নং ১৪৭ ২০১৭/ইজেড-এর সামনে আরেকটি আবেদন করতে হয়েছিল। আবেদনকারীর বক্তব্য, জাতীয় সবুজ ট্রাইব্যুনাল, পূর্ব বেঞ্চের এই বিষয়ে রায় এবং আদেশ দেওয়ার পরেও, বিবাদীরা আবেদনকারীর পক্ষে পরিচালনার জন্য সম্মতি জারি করেনি এবং এখনও অসৎভাবে নিষ্ক্রিয়তা দেখাচ্ছে

আবেদনকারীর পরিচালনার সম্মতির আবেদন নিষ্পত্তি করা হোক, যদিও প্রতি বছর আবেদনকারী এই উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় ফি প্রদান করতেন। অভিযোগ করা হয়েছে যে আবেদনকারী ২০২৬ সাল পর্যন্ত পরিচালনার সম্মতি পাওয়ার জন্য আবেদনের ফি প্রয়োজনীয় অর্থ প্রদান করেছিলেন যা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যথাযথভাবে গৃহীত হয়েছিল কিন্তু উক্ত কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়তা দেখিয়েছিল।

১২. আবেদনকারীরা বলেছেন যে যদিও উত্তরদাতারা গত কয়েক বছর ধরে আবেদনকারীর কাছ থেকে ইটের মাটিতে রয়্যালটি গ্রহণ করছিলেন, তবুও উত্তরদাতারা আবেদনকারীর ব্যবসাকে অননুমোদিত হিসাবে বিবেচনা করে ইটের মাটিতে মূল্য দাবি করে ডিমান্ড নোটিশ জারি করতে শুরু করেছিলেন, উক্ত ব্যবসাকে নিয়মিত হিসাবে বিবেচনা না করার নির্দিষ্ট কারণ প্রকাশ না করে এবং মতামত দিয়েছিলেন যে আবেদনকারী ইটের মাটিতে মূল্যের এই ধরনের অর্থ প্রদান না করলে আবেদনকারীকে ইটের ক্ষেত পরিচালনা করার অনুমতি দেওয়া হবে না এবং এই ধরনের বাধ্যতামূলক পরিস্থিতিতে আবেদনকারীকে এই ধরনের অর্থ প্রদান করতে বাধ্য করা হয়েছিল।

১৩. আবেদনকারীরা বলেছেন যে ২০১৭ সালে, আবেদনকারীর বিরুদ্ধে ২০১৭ সালের ২৭.০২.২০১৭ তারিখের রিপোর্ট নং ৮৭ অনুসারে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪১১/৪১৪ ধারার অধীনে চুঁচুড়া থানা মামলা নং ৮৭, ২০১৭-এর সাথে সম্পর্কিত অসৎ উদ্দেশ্যে এফআইআর দায়ের করা হয়েছিল। উক্ত প্রথম তথ্য প্রতিবেদনের রক্ষণাবেক্ষণের যোগ্যতাকে চ্যালেঞ্জ করে, আবেদনকারী ২০১৭ সালের সি.আর.আর. নং ৬৩৭, এই মাননীয় আদালতে একটি ফৌজদারি পুনর্বিবেচনার আবেদন দাখিল করেন এবং ২৭শে ফেব্রুয়ারী ২০১৭ তারিখের একটি আদেশের মাধ্যমে মাননীয় বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী হুগলির বিজ্ঞ অতিরিক্ত প্রধান বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে বিচারাধীন জি.আর. মামলা নং ৩২৭-এর পরবর্তী সমস্ত কার্যক্রম স্থগিত করার নির্দেশ দেন। উক্ত প্রথম তথ্য প্রতিবেদন থেকে উদ্ভূত ফৌজদারি পুনর্বিবেচনার আবেদনটি এখনও এই মাননীয় আদালতে বিচারাধীন রয়েছে।

১৪. আবেদনকারীর বক্তব্য হলো, ২০২১ সালে তিনি বিবাদীদের দাবি অনুযায়ী ইটের মাটির উপর যথাযথভাবে রয়্যালটি পরিশোধ করেছেন। এই মাননীয় আদালতের সামনে বিভিন্ন বিচারিক কার্যক্রম চলমান থাকায় এবং সময়ে সময়ে প্রদত্ত রায় ও আদেশের কারণে, পশ্চিমবঙ্গের সকল জেলার জেলা খনি কর্তৃপক্ষ আনুষ্ঠানিকভাবে কোয়ারি পারমিট প্রদান বন্ধ করে দিয়েছে এবং পশ্চিমবঙ্গের সকল ইটভাটা মালিকদের রয়্যালটি গ্রহণের পর এবং আনুষ্ঠানিকভাবে কোয়ারি পারমিট প্রদান না করে ইটভাটা পরিচালনার অনুমতি দিয়েছে। একইভাবে, আবেদনকারীকে ২০২১ সাল পর্যন্ত সরকারের কাছে প্রয়োজনীয় আইনানুগ পাওনা পরিশোধের পর এবং আনুষ্ঠানিকভাবে কোয়ারি পারমিট প্রদান না করে ইটভাটা পরিচালনা করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। তারপর হঠাৎ করে, ৫.০৫.২০২১ তারিখের একটি অফিস স্মারকলিপি নং IX-08/BF- 2379/MM/88 এর মাধ্যমে, বিবাদীরা এই দাবির ভিত্তি প্রকাশ না করেই আবেদনকারীর বকেয়া পাওনা হিসেবে ১৪,২৬,৭১৬/- টাকা দাবি করে এবং আবেদনকারীকে ১০ কার্যদিবসের মধ্যে উক্ত বকেয়া পাওনা অবিলম্বে পরিশোধ করতে বলে এবং তা পরিশোধ না করলে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার হুমকি দেয়। আবেদনকারীর অভিযোগ, আবেদনকারীর কাছ থেকে উক্ত পরিমাণ মাটির কথিত মূল্য হিসেবে দাবি করা হয়েছিল - বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে আবেদনকারীর প্রকৃত ইটের মাটি ব্যবহারের কোনও বৈধ পরিমাপ না নিয়ে।

১৫. ৫ মার্চ ২০২১ তারিখের ডিমান্ড নোটিশ অনুসারে, আবেদনকারী উক্ত পরিমাণ ১৬,৭০,০০০/- টাকা (ষোল লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার টাকা মাত্র) যথাযথভাবে পরিশোধ করেছেন। তারপর, হঠাৎ করেই আবেদনকারী ২০২১ সালের অক্টোবর মাসে জানতে পারেন যে বিবাদী নং ২-এর অভিযোগের ভিত্তিতে,

চুঁচুড়া-মোগরার ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার কর্মকর্তার নির্দেশে, ২৬.১০.২০২১ তারিখে ২০২১ সালের এফআইআর নং ৪৫৩, প্রথম তথ্য প্রতিবেদনটি ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৯ ধারা এবং খনি ও খনিজ (উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৫৭ এর ২১ ধারা অনুসারে চুঁচুড়া থানায় দায়ের করা হয়েছিল এবং উক্ত প্রথম তথ্য প্রতিবেদনের ভিত্তিতে, হুগলির বিজ্ঞ মুখ্য বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে ২০২১ সালের জি.আর. মামলা নং ২৩৯৫ নামে একটি ফৌজদারি মামলা শুরু করা হয়েছিল।

১৬. বিবাদীরা বলছেন এবং যুক্তি দিচ্ছেন যে আবেদনকারী অবৈধভাবে ইট তৈরির ব্যবসা পরিচালনা করছেন কারণ ইটভাটার পরিবেশগত ছাড়পত্রের আবেদন ক্ষমতাপ্রাপ্ত কমিটি কর্তৃক প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল এবং সেই অনুযায়ী তাকে পরিচালনা করতে নিষেধ করা হয়েছিল। পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য তার আবেদন প্রত্যাখ্যান করা সত্ত্বেও, ইটভাটাটি চালু রয়েছে। অধিকন্তু, যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিদর্শনের পর জানা গেছে যে আবেদনকারী ৮৭৬৭ এবং ৮৫৫০ নম্বর প্লটের উপর ১৪০৭০০ ঘনফুট মাটি মজুদ করেছেন। আবেদনকারীদের উপর বন্ধের নোটিশ জারি করা সত্ত্বেও, ইটভাটাটি যান্ত্রিক সরঞ্জাম দিয়ে কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল। ইটভাটার ভেতরে প্রচুর পরিমাণে তৈরি ইট দেখা গেছে এবং পরিদর্শনের সময় ভাটায় লোড করার জন্য প্রস্তুত প্রচুর পরিমাণে অপোড়া ইটও দেখা গেছে। তারা আরও উল্লেখ করেছেন যে, বর্ষাকালে বা জোয়ারের সময় কাদা বাঁধ দ্বারা বেষ্টিত এলাকার ভিতরে জমা হওয়া পলির প্রবাহ রোধ করার জন্য ইটভাটার মালিক গঙ্গা নদীর বর্তমান স্রোত সংলগ্ন এলাকায় কাদা বাঁধ তৈরি করেছেন। এই ধরনের কার্যকলাপ নদীর প্রাকৃতিক গতিপথ পরিবর্তন এবং ক্ষতি করছিল, সেই সাথে এলাকার উদ্ভিদ ও প্রাণীরও ক্ষতি করছিল।

১৭. এরপরে, উত্তরদাতারা বলেন এবং যুক্তি দেন যে আবেদনকারীদের পরিবেশগত ছাড়পত্র শুধুমাত্র খনির উদ্দেশ্যে দেওয়া হয়েছিল এবং কোনও দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির পক্ষে পরিবেশগত ছাড়পত্র মঞ্জুর করা তাদের ইটের ক্ষেত পরিচালনা বা চালানোর অনুমতি দেয় না। কোনও ইটের ক্ষেত চালানোর জন্য, ইটের ক্ষেতের পক্ষে কনসেন্ট টু এস্টাব্লিশ (সিটিই) এবং কনসেন্ট টু অপারেট (সিটিও) জারি করা বাধ্যতামূলক। এটি জল (দূষণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৭৪-এর ধারা ২৫ এবং ধারা ২৬ এবং বায়ু (দূষণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৮১-এর ধারা ২১-এর পরিপ্রেক্ষিতে জারি করা হয়েছে এবং এডিএম এবং ডিএল ও এলআরও এটি জারি করার জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ। উপরন্তু, ফায়ার লাইসেন্স, ট্রেড লাইসেন্স, জিএসটিএন আইডি ইত্যাদির মতো অন্যান্য বিধিবদ্ধ নথিও প্রয়োজন। তারা বলে যে আবেদনকারীর ইটের কারখানার সিটিও বৈধ ছিল ৩০.০৪.২০১৫ পর্যন্ত। এর পরে, তাদের পক্ষে কোনও সিটিও জারি করা হয়নি। অতএব, কারখানাটি তখন থেকে অননুমোদিতভাবে কাজ করছিল। এছাড়াও, ব্রিকফিল্ডের বর্তমানে দুটি ইউনিট রয়েছে এবং দ্বিতীয় ইউনিটের ক্ষেত্রে, সিটিওর জন্য কোনও আবেদন দায়ের করা হয়নি। সবশেষে, উত্তরদাতারা আরও বলেছেন যে আবেদনকারীরা রয়্যালটি হিসাবে যে পরিমাণ দাবি করেছেন তা আসলে রয়্যালটি প্রদান ছিল না এবং তারা এই পরিমাণ অর্থ জরিমানা হিসাবে বিবেচনা করেছিল।

১৮. আবেদনকারীর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী প্রথমে যুক্তি দেন যে, এফ.আই.আর. থেকে মনে হচ্ছে যে পরিবেশগত ছাড়পত্র, যা আবেদনকারীর পক্ষে জারি করার কথা ছিল, আবেদনকারীকে শুনানির কোনও সুযোগ না দিয়ে, আবেদনকারীকে কোনও পূর্ব অবহিত না করেই বাতিল করা হয়েছিল এবং অভিযোগ করা হয়েছে যে ২৪শে জানুয়ারী, ২০২০ তারিখে ৩৪তম স্ক্রিনিং এবং স্ক্রুটিনি কমিটির রেজোলিউশনের মাধ্যমে একটি ক্ষমতাপ্রাপ্ত কমিটি এই প্রত্যাখ্যান করেছিল।

অতএব, এটি প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতির স্পষ্ট লঙ্ঘন। তিনি আরও যুক্তি দেন যে এফ.আই.আর. থেকে মনে হচ্ছে যে ০৬.০৩.২০২০ তারিখে প্রশ্নবিদ্ধ মাঠ পরিদর্শনের সময়, কোনও অবৈধ খনন বা ইটভাটা পরিচালনা সনাক্ত করা যায়নি এবং আবেদনকারীর বিরুদ্ধে অননুমোদিত উত্তোলনের অভিযোগ করা হয়েছিল শুধুমাত্র মৌজা-কেওটা, জে.এল. নং ০৭, জেলা-হুগলি-তে প্লট নং ৭৮৬৭ এবং ৮৫৫০-এর উপর কিছু স্তূপ মাটির অস্তিত্বের কারণে। অধিকন্তু, আবেদনকারী যখন ২০২২ সালের মার্চ মাসের শেষ সপ্তাহে পরিবেশগত ছাড়পত্র শংসাপত্র বাতিলের এই ধরনের বিজ্ঞপ্তি পান, তখন তিনি ০১.০৪.২০২২ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৫-এর অধীনে বিরোধী পক্ষ নং ২ (বিএল এবং এলআরও) এর কাছে একটি আবেদন জমা দেন যে পরিবেশগত ছাড়পত্র বাতিলের জন্য কোনও সমাধান নেওয়া হয়েছিল কিনা এবং আবেদনকারীর দ্বারা কোনও সরকারি জমি দখল করা হয়েছিল কিনা এবং আবেদনকারীর ইটভাটা সম্পর্কে কোনও বন্ধের আদেশ জারি করা হয়েছিল কিনা। কিন্তু আজ পর্যন্ত, উক্ত আবেদনের কোন উত্তর দেওয়া হয়নি, এবং তাই, তিনি যুক্তি দেন যে ইটভাটাটিকে কোন আইনি কর্তৃত্বহীন বলে গণ্য করার কোন কারণ/বৈধ ভিত্তি নেই/ছিল না।

১৯. পরবর্তীতে, আবেদনকারী যুক্তি দেন যে, ০৯.০২.২০২২ তারিখের বিজ্ঞপ্তি ২৯৭-MOM/LR/A-১১-২৬/২০১০ অনুসারে, যদি খনির গভীরতা ১.৫ মিটারের বেশি না হয়, তাহলে ইটভাটা পরিচালনার জন্য পরিবেশগত ছাড়পত্র শংসাপত্রের প্রয়োজন এবং তাই, পরিবেশগত ছাড়পত্র বাতিলের অভিযোগ আবেদনকারীর ইটভাটাকে অননুমোদিত করে না এবং তাই, ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ৩৭৯ বা খনি ও খনিজ (উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৫৭ এর ধারা ২১ এর অধীনে আবেদনকারীর বিরুদ্ধে কোনও অপরাধ প্রকাশ করা হয় না। অতএব,

এফ.আই.আর. এবং এর অধীনে শুরু হওয়া কার্যক্রম বাতিলযোগ্য। অধিকন্তু, পশ্চিমবঙ্গ ক্ষুদ্র খনিজ সম্পদ (ছাড়) বিধি, ২০১৬ এর বিধান অনুসারে, ইটভাটা পরিচালনার জন্য কোনও পরিবেশগত ছাড়পত্রের প্রয়োজন হয় না, বিশেষ করে যখন ইটভাটা ব্যবসা মৌসুমী হয় এবং স্থায়ী প্রতিষ্ঠান নয় এবং তাই সার্টিফিকেট বাতিলের কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই, তাই, এফ.আই.আর. বাতিল করা প্রয়োজন। ইটভাটা কার্যক্রম পশ্চিমবঙ্গ ক্ষুদ্র খনিজ সম্পদ ছাড় বিধি, ২০১৬ এর অধীনে প্রদত্ত স্বল্পমেয়াদী অনুমতির অধীনে পরিচালিত হয় এবং উক্ত বিধির বিধি ৪৯ এর অধীনে, উক্ত বিধির পঞ্চম অধ্যায়ে প্রদত্ত খনির পরিবেশগত দিকগুলি প্রযোজ্য নয় কারণ ইটভাটা ব্যবসা একটি মৌসুমী ব্যবসা এবং তাই, এটি একটি স্বল্পমেয়াদী ব্যবসা।

২০. পরবর্তীতে, বিজ্ঞ আইনজীবী যুক্তি দেন যে আবেদনকারী পূর্বেও 'পরিচালনার জন্য সম্মতি' পেয়েছিলেন এবং ২০২৬ সাল পর্যন্ত প্রয়োজনীয় আবেদন ফি প্রদানের মাধ্যমে 'পরিচালনার জন্য সম্মতি' জারি/বর্ধিতকরণের জন্য যথাযথভাবে আবেদন করেছিলেন এবং এই আবেদন প্রত্যাখ্যান না করায়, আবেদনকারী প্রাসঙ্গিক আইন অনুসারে সম্মতিক্রমে ইটভাটা পরিচালনা চালিয়ে যাওয়ার অধিকারী এবং তাই, আবেদনকারীর বিরুদ্ধে কোনও অপরাধ প্রকাশ করা হয় না এবং প্রাথমিক তথ্য প্রতিবেদন এবং এর অধীনে শুরু হওয়া কার্যক্রম বাতিল করা যেতে পারে। অধিকন্তু, আবেদনকারী পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের নির্দেশিকা অনুসারে প্রয়োজনীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা তৈরি করেছেন, আবেদনকারী প্রতি বছর প্রয়োজনীয় সম্মতি এবং/অথবা পরিবেশগত ছাড়পত্র পেতে বাধ্য নন এবং আবেদনকারীর পক্ষে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান এবং আবেদনকারীর খনির পরিকল্পনার অনুমোদনের পরিপ্রেক্ষিতে,

আবেদনকারীর ইটভাটার কার্যক্রম আইন এবং প্রাথমিক তথ্য প্রতিবেদন এবং এর অধীনে শুরু হওয়া কার্যক্রম কঠোরভাবে সম্মতিপূর্ণ বলে গণ্য হবে। পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান এবং আবেদনকারীর অনুকূলে খনির পরিকল্পনার অনুমোদনের পরিপ্রেক্ষিতে, কোনও অবৈধ বা অননুমোদিত উপায়ে কোনও মাটি বা সাধারণ মাটি কাটার কোনও অভিযোগ আইনত রক্ষণাবেক্ষণযোগ্য নয় এবং তাই, এফ.আই.আর. বাতিল করা প্রয়োজন।

২১. পরবর্তীতে, বিজ্ঞ আইনজীবী যুক্তি দেন যে এফ.আই.আর. থেকে জানা যায় যে, আবেদনকারীর ইটভাটার ব্যাপারে মাঠ পর্যায়ে তদন্তের সময়, ইটভাটার কোনও অননুমোদিত কার্যক্রম ধরা পড়েনি এবং প্রাথমিক তথ্য প্রতিবেদন দায়ের করা হয়েছে শুধুমাত্র ইটভাটার মধ্যে সাধারণ মাটির স্তূপের অস্তিত্ব থাকার কারণে, যা আবেদনকারীর বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৯ ধারা বা ১৯৫৭ সালের খনি ও খনিজ (উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ) আইনের ২১ ধারার অধীনে কোনও অপরাধ প্রকাশ করে না এবং তাই প্রাথমিক তথ্য প্রতিবেদন এবং এর অধীনে শুরু হওয়া কার্যক্রম বাতিলযোগ্য। বর্তমান মামলায় আইনের ২১ ধারার কোনও প্রয়োগ নেই কারণ আবেদনকারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ মাটি সংরক্ষণের সাথে সম্পর্কিত এবং কোনও খনিজ পদার্থের ক্ষেত্রে অননুমোদিত খনির কার্যক্রমের কোনও অভিযোগ নেই এবং তাই আইনের ২১ ধারার কোনও প্রয়োগ প্রমাণ করা যায় না। মাটির ইট ক্ষুদ্র খনিজ পদার্থ হওয়ায়, ইটভাটার ব্যবসা খনি ও খনিজ পদার্থ (উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৫৭ এর আওতায় আসে এবং পরিচালনার সম্মতি এবং/অথবা পরিবেশগত ছাড়পত্র সনদ সম্পর্কিত প্রশ্নটিও বায়ু (দূষণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৮১ এবং পরিবেশ সুরক্ষা আইন, ১৯৮৬ এর আওতায় জারি করা হয় এবং

১৯৫৭, ১৯৮১ এবং ১৯৮৬ সালের সকল আইনই বিশেষ সংবিধি, তাই এর যেকোনো বিধান লঙ্ঘনের অভিযোগ ভারতীয় দণ্ডবিধি, ১৮৬০-এর সাধারণ সংবিধির অধীনে পরিচালিত হতে পারে না এবং তাই, আবেদনকারীর দ্বারা কোনও অপরাধ গঠনের কোনও উপাদান ভারতীয় দণ্ডবিধি, ১৮৬০-এর ৩৭৯ ধারার অধীনে প্রকাশ করা হয়নি যার কোনও প্রয়োগ ইটভাটার ক্ষেত্রে নেই এবং তাই কার্যধারা বাতিল করা প্রয়োজন।

২২. আবেদনকারীর অভিযোগ, এফ.আই.আর. দায়েরের পর, সংশ্লিষ্ট পুলিশ কর্তৃপক্ষ ২৩শে মে, ২০২২ তারিখে সন্ধ্যায় আবেদনকারীর গাড়ি জব্দ করে এবং একটি জব্দ তালিকা তৈরি করে। পুলিশ কর্তৃপক্ষ ১৯শে ফেব্রুয়ারী, ২০২২ তারিখ থেকে ইটভাটাটি বন্ধ করে তালাবদ্ধ করে রাখে এবং আবেদনকারীর একজন কর্মচারী, উজ্জল মাঝিকে মারধর করে তার শরীরে আঘাত করে, আবেদনকারীর অর্ডার বই, খরচের কাগজপত্র এবং আবেদনকারীর ব্যবসা সম্পর্কিত ফাইলগুলি হেফাজতে নেয়। এই কারণে আবেদনকারী ২০শে ফেব্রুয়ারী, ২০২২ তারিখে চন্দননগরের পুলিশ কমিশনারের কাছে অভিযোগ দায়ের করেন। কিন্তু উক্ত কমিশনারেট কর্তৃক এই বিষয়ে কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।

২৩. বিবাদীরা যুক্তি দিয়েছিলেন যে আবেদনকারীর ইটভাটার অবস্থান গঙ্গা নদীর অববাহিকার গতিপথ পরিবর্তন করছে এবং বিরক্তিকর। আবেদনকারী ড্রোন অপারেশনের মাধ্যমে আবেদনকারীর ইটভাটার অবস্থানের ছবি তুলেছেন যা দেখায় যে ইটভাটাটি "গঙ্গা" নদীর অববাহিকার গতিপথকে মোটেও বিরক্তিকর এবং/অথবা প্রভাবিত এবং/অথবা পরিবর্তন করছে না। আবেদনকারী আরও বলেছেন যে গঙ্গা নদীর গতিপথ বাঁকানোর ঠিক সময়ে, আরেকটি ইটভাটা রয়েছে যার সাথে আবেদনকারীর কোনও সম্পর্ক নেই এবং তাই প্রমাণিত হয় যে আবেদনকারীর নদীর গতিপথ পরিবর্তনের অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং ভুল কারণ আবেদনকারীর ইটভাটার সংলগ্ন নদীর অববাহিকার কোনও বাঁক নেই।

২৪. পরবর্তীতে, আবেদনকারী যুক্তি দেন যে ভারতের সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক নির্ধারিত হয়েছে যে খনি সম্পর্কিত ভূ-মাটির অধিকার রাজ্য সরকারের উপর ন্যস্ত নয় এবং তাই এফ.আই.আর. এবং পরবর্তী কার্যক্রম এখতিয়ারহীন এবং বাতিল করা উচিত। তিনি আরও যুক্তি দেন যে ২০০৮ (৩) সিএইচএন ১০৬০ সালে রিপোর্ট করা ছোটেলাল চৌধুরী বনাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মামলায় মাননীয় আদালতের সিদ্ধান্ত অনুসারে, ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৯ ধারা ইটভাটার ক্ষেত্রে কোনওভাবেই প্রযোজ্য নয় কারণ এগুলি একটি বিশেষ আইন দ্বারা পরিচালিত হয়, যা খনি ও খনিজ (উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৫৭।

২৫. পরবর্তীতে, আবেদনকারী যুক্তি দেন যে খনি ও খনিজ (উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৫৭ এর ধারা ২৩এ অপরাধের জটিলতা বিবেচনা করে এবং তাই কর্তৃপক্ষ যদি খনি ও খনিজ (উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৫৭ এর অধীনে কোনও অপরাধ বিবেচনা করে, তাহলে আবেদনকারী কর্তৃপক্ষের বিবেচনায় উপযুক্ত এবং যথাযথ জরিমানা প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেন। যদিও ৫ মে, ২০২১ তারিখের কর্তৃপক্ষের দাবি নোটিশে আবেদনকারীকে ১৪,২৬,৭১৬/- টাকা বকেয়া পরিশোধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল কিন্তু প্রথমে আবেদনকারী মাত্র ১,৩৮,৩৯৬/- টাকা পরিশোধ করেছিলেন। এরপর, আবেদনকারী ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ তারিখে ৬,০০,০০০/- টাকা, ১ মার্চ, ২০২২ তারিখে ৮,২৭,০০০/- টাকা, ২ মার্চ, ২০২২ তারিখে ২,০০,০০০/- টাকা এবং ৩ মার্চ, ২০২২ তারিখে ৪৯,০০০/- টাকা প্রদান করেন। অতএব, আবেদনকারী ১৪,২৬,৭১৬/- টাকার দাবির বিপরীতে ১৮,১৪,৩৯৬/- টাকা প্রদান করেন যা কর্তৃপক্ষের দাবির চেয়ে বেশি।

২৬. এরপরে, তারা যুক্তি দেখান যে দূষণ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত আইন লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে জাতীয় গ্রিন ট্রাইব্যুনাল আইন, ২০১০-এর ধারা ১৭-এ যথাযথ প্রতিকার হল ক্ষতিপূরণের মাধ্যমে এবং উক্ত আইনটি ফৌজদারি প্রক্রিয়া শুরু করার ব্যবস্থা করে না। সুতরাং, পরিবেশ ছাড়পত্র শংসাপত্র ছাড়াই ব্রিকফিল্ডের কথিত পরিচালনার ভিত্তিতে প্রথম তথ্য প্রতিবেদন দায়ের করা কোনও অপরাধ প্রকাশ করে না এবং তাই, এখতিয়ারটি জাতীয় গ্রিন ট্রাইব্যুনাল আইনের অধীনে আসে এবং কোনও তদন্তকারী কর্তৃপক্ষের অধীনে নয়।

২৭. পরিশেষে, শিক্ষিত আইনজীবীযুক্তি দেখান যে আবেদনকারী যদি যথাসময়ে অর্থ প্রদান না করেন, তবে এই ধরনের জরিমানা আদায়ের পদ্ধতি খনি ও খনিজ (উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৫৭-এর ২৫ ধারার মাধ্যমে, অতএব, তাৎক্ষণিক ক্ষেত্রে এফ. আই. আর দায়ের করা আইনের দৃষ্টিতে অকার্যকর এবং বাতিল হওয়ার যোগ্য। অতএব, বর্তমান কার্যধারা অব্যাহত রাখা আইন প্রক্রিয়ার অপব্যবহার এবং উত্তরদাতার পক্ষ থেকে অসৎ উদ্দেশ্য প্রমাণ করে।

২৮. পক্ষগুলির দীর্ঘ শুনানির পর আদালতের মতামত হল যে আবেদনকারীর বিরুদ্ধে তদন্ত ধারা ৪৭৮ এর অধীনে বাতিল করা যাবে না কারণ এটি একটি প্রাথমিক অপরাধ হতে পারে।

২৯. এটি উত্তরদাতাদের যুক্তি যে আবেদনকারী ১৯৫৭ সালের আইনের ধারা ২১ লঙ্ঘন করেছেন। ধারা ২১ এ লেখা আছেঃ

২১. জরিমানা-১

(১) যে কেউ ধারা ৪-এর উপ-ধারা (১) বা উপ-ধারা (১এ)-এর বিধান লঙ্ঘন করলে তাকে দুই বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড অথবা পঁচিশ হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

(২) এই আইনের যে কোনও বিধানের অধীনে প্রণীত যে কোনও নিয়মে বিধান করা যেতে পারে যে, এর যে কোনও লঙ্ঘন ২[এক বছর পর্যন্ত কারাদণ্ডে অথবা অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হবে।পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত প্রসারিত হয়], অথবা উভয়ই, এবং অব্যাহত লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে, অতিরিক্ত

পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত], অথবা উভয় দণ্ডে, এবং ``ক্রমাগত লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে, প্রথমবারের মতো লঙ্ঘনের জন্য দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পর যতদিন এই লঙ্ঘন চলতে থাকে, ততদিনের জন্য অতিরিক্ত ৩ [পাঁচশ টাকা] পর্যন্ত জরিমানা দণ্ডে দণ্ডিত হতে পারে।

(৩) যদি কোনও ব্যক্তি ধারা ৪-এর উপ-ধারা (১)-এর বিধান লঙ্ঘন করে কোনও জমিতে অনধিকার প্রবেশ করে, তবে এই ধরনের অনধিকার প্রবেশকারীকে রাজ্য সরকার বা সেই সরকার কর্তৃক এই বিষয়ে অনুমোদিত কোনও কর্তৃপক্ষ দ্বারা উচ্ছেদের আদেশ দেওয়া যেতে পারে এবং রাজ্য সরকার বা এই জাতীয় অনুমোদিত কর্তৃপক্ষ, যদি প্রয়োজন হয়, জমি থেকে অনধিকার প্রবেশকারীকে উচ্ছেদ করার জন্য পুলিশের সহায়তা নিতে পারে।

(৪) যখনই কোনও ব্যক্তি কোনও বৈধ কর্তৃত্ব ছাড়াই কোনও জমি থেকে কোনও খনিজ উত্তোলন, পরিবহন বা উত্থাপন বা পরিবহন করেন এবং সেই উদ্দেশ্যে কোনও সরঞ্জাম, সরঞ্জাম, যানবাহন বা অন্য কোনও জিনিস ব্যবহার করেন, তখন এই ধরনের খনিজ সরঞ্জাম, সরঞ্জাম, যানবাহন বা অন্য কোনও জিনিস এই বিষয়ে বিশেষভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনও কর্মকর্তা বা কর্তৃপক্ষের দ্বারা বাজেয়াপ্ত করা হবে।

(৪এ) উপ-ধারা (৪) এর অধীনে বাজেয়াপ্ত কোনও খনিজ, সরঞ্জাম, সরঞ্জাম, যানবাহন বা অন্য কোনও জিনিস, উপ-ধারা (১) এর অধীনে অপরাধটি বিচারের জন্য উপযুক্ত আদালতের আদেশ দ্বারা বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং এই ধরনের আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী নিষ্পত্তি করা হবে।

(৫) যখনই কোনও ব্যক্তি কোনও বৈধ কর্তৃত্ব ছাড়াই কোনও জমি থেকে কোনও খনিজ উত্তোলন করেন, রাজ্য সরকার সেই ব্যক্তির কাছ থেকে এইভাবে উত্থিত খনিজটি বা, যেখানে এই ধরনের খনিজ ইতিমধ্যে নিষ্পত্তি করা হয়েছে, তার মূল্য পুনরুদ্ধার করতে পারে এবং সেই ব্যক্তির কাছ থেকে সেই সময়ের জন্য ভাড়া, রয়্যালটি বা করও আদায় করতে পারে, যে সময়কালে এই ব্যক্তি কোনও বৈধ কর্তৃত্ব ছাড়াই জমি দখল করেছিলেন। ৬। (৬) ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৯৭৩ (১৯৭৪-এর ২)-এ যা কিছু থাকা সত্ত্বেও, উপ-ধারা (১)-এর অধীনে একটি অপরাধ আমলযোগ্য হবে।

আবেদনকারীরা যুক্তি দিয়েছেন যে ধারা ২১ এখানে প্রযোজ্য নয় কারণ আবেদনকারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ মাটি সংরক্ষণের সাথে সম্পর্কিত এবং কোনও খনিজ পদার্থের ক্ষেত্রে অননুমোদিত খনির কোনও অভিযোগ নেই এবং তাই আইনের ধারা ২১-এর কোনও উপাদান প্রমাণ করা সম্ভব নয়। তবে, জেলা ভূমি ও ভূমি সংস্কার কর্মকর্তার (ডিএল এবং এলআরও) প্রতিবেদনে ভিন্ন কথা বলা হয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে পরিবেশগত ছাড়পত্র মঞ্জুর করা প্লটে ইটভাটা কোনও খনির কার্যক্রম পরিচালনা করে না।

অধিকন্তু, প্রতিবেদন অনুসারে, ইসি শুধুমাত্র খনির উদ্দেশ্যে মঞ্জুর করা হয় এবং বর্তমান ব্যক্তির অনুকূলে ইসির অনুদান তাকে ইটভাটা পরিচালনা বা পরিচালনা করার অনুমতি দেয় না বা অনুমতি দেয় না। প্রতিবেদন অনুসারে, পরিচালনার সম্মতি 30.04.2015 পর্যন্ত বৈধ ছিল এবং তার পরে, আবেদনকারীর অনুকূলে কোনও সিটিও জারি করা হয়নি। অতএব, আজ পর্যন্ত, আবেদনকারীর ইটভাটাটি অননুমোদিতভাবে কাজ করছিল। প্রতিবেদন অনুসারে, কেওটা জ-07 মৌজার 8782, 8629, 8633, 8582 এবং 8538 নম্বর প্লটের উপর ইটভাটাটি পরিবেশগত ছাড়পত্র পেয়েছে। ইটভাটাটি যে প্লটগুলির জন্য ইসি জারি করা হয়েছে সেখানে কোনও খনন/নিষ্কাশন অভিযান পরিচালনা করেনি। ইটভাটার মালিক গঙ্গার বর্তমান স্রোতের সংলগ্ন প্লটগুলি থেকে ইট মাটি উত্তোলন করছেন এবং এই প্লটগুলির জন্য কোনও ইসি মঞ্জুর করা হয়নি। অতএব, বিবাদীদের যুক্তি হল যে ১৯৫৭ সালের আইনের ধারা ৪ এবং ধারা ২১ আকর্ষণীয়।

৩০. ঐতিহাসিক মামলায় হরিয়ানা রাজ্য বনাম ভজন লাল (১৯৯২ সাপোর্ট. (১) এস. সি. সি ৩৩৫), ভারতের সুপ্রিম কোর্টের দুই বিচারপতির বেঞ্চ ৪৮২ ধারার বিধান এবং ফৌজদারি কার্যধারা বা এফ. আই. আর বাতিল করার জন্য হাইকোর্টের ক্ষমতা বিস্তারিতভাবে বিবেচনা করেছে। সুপ্রিম কোর্ট একটি ফৌজদারি অভিযোগ বাতিল করার জন্য তাদের অন্তর্নিহিত ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে হাইকোর্টগুলির দ্বারা অনুসরণ করা নিম্নলিখিত নির্দেশিকা স্থাপন করে আইনি অবস্থানের সংক্ষিপ্তসার করেছেঃ

(ক) যেখানে প্রথম তথ্য প্রতিবেদন বা অভিযোগে করা অভিযোগগুলি, এমনকি সেগুলি তাদের মুখ মূল্যে নেওয়া হলেও এবং সেগুলি সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করা হলেও, প্রাথমিকভাবে কোনও অপরাধ গঠন করে না বা অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মামলা গঠন করে না;

(খ) যেখানে এফআইআর-এর সাথে থাকা প্রাথমিক তথ্য প্রতিবেদন এবং অন্যান্য উপকরণের অভিযোগগুলি, যদি থাকে, একটি আমলযোগ্য অপরাধ প্রকাশ করে না,

কোডের ধারা ১৫৫(২) এর আওতায় থাকা ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ ব্যতীত, কোডের ধারা ১৫৬(১) এর অধীনে পুলিশ অফিসারদের দ্বারা তদন্তকে ন্যায্যতা প্রদান;

(গ) যেখানে এফআইআর বা 'অভিযোগে করা অনিয়ন্ত্রিত অভিযোগ এবং তার সমর্থনে সংগৃহীত প্রমাণ কোনও অপরাধের প্রকাশ করে না এবং অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মামলা করে না;

(ঘ) যেখানে এফ. আই. আর-এর অভিযোগগুলি একটি আমলযোগ্য অপরাধ গঠন করে না কিন্তু শুধুমাত্র একটি অ-বিচারযোগ্য অপরাধ গঠন করে, সেখানে কোনও পুলিশ অফিসার দ্বারা ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ ছাড়া কোনও তদন্তের অনুমতি দেওয়া হয় না যা কোডের ধারা ১৫৫ (২) এর অধীনে বিবেচিত হয়;

(ই) যেখানে এফআইআর বা অভিযোগে করা অভিযোগগুলি এতটাই অযৌক্তিক এবং সহজাতভাবে অসম্ভব যে যার ভিত্তিতে কোনও বিচক্ষণ ব্যক্তি কখনও ন্যায়সঙ্গত উপসংহারে পৌঁছতে পারে না যে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য পর্যাপ্ত ভিত্তি রয়েছে;

(চ) যেখানে সংবিধির বা সংশ্লিষ্ট আইনের (যার অধীনে ফৌজদারি কার্যধারা চালু করা হয়েছে) যে কোনও বিধানে প্রতিষ্ঠানটির উপর সুস্পষ্ট আইনি বাধা রয়েছে এবং কার্যধারা অব্যাহত রয়েছে এবং/অথবা যেখানে সংবিধিতে বা সংশ্লিষ্ট আইনে কোনও নির্দিষ্ট বিধান রয়েছে, যা ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষের অভিযোগের কার্যকর প্রতিকার প্রদান করে;

(ছ) যেখানে কোনও ফৌজদারি কার্যধারাকে স্পষ্টভাবে দুর্বোধ্যতার সাথে দেখা হয় এবং/অথবা যেখানে অভিযুক্তের উপর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য এবং ব্যক্তিগত ও ব্যক্তিগত বিদ্বেষের কারণে তাকে উপেক্ষা করার লক্ষ্যে বিদ্বেষপূর্ণভাবে কার্যধারাটি চালু করা হয়।

অভিযুক্তের বিরুদ্ধে দায়ের করা এফআইআর বাতিল করার জন্য, এই আদালতকে পরীক্ষা করে দেখতে হবে যে মামলার তথ্য হরিয়ানা রাজ্য বনাম ভজন লাল (১৯৯২ সাপ্লাই (১) এসসিসি ৩৩৫) মামলায় প্রদত্ত কোনও ব্যতিক্রমের আওতায় পড়ে কিনা। আদালতের মতামত হল যে মামলার তথ্য কোনও ব্যতিক্রমের আওতায় পড়ে না। বিআর অ্যান্ড এলআরও-এর প্রতিবেদন অনুসারে, আবেদনকারীর কার্যকলাপ ধারা ২১-এর অধীনে একটি প্রাথমিক অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হয় কারণ অভিযোগ করা হয়েছে যে কিছু অবৈধ খনির কার্যকলাপ হয়েছে এবং ইটভাটা পরিচালনার সম্মতি এবং প্রয়োজনীয় কমিশন ছাড়াই পরিচালিত হচ্ছিল। এই কারণে, তদন্ত বন্ধ করা যাবে না এবং এফআইআর বাতিল করা যাবে না।

৩১. বর্ষাকালে বা জোয়ারের সময় নদীর তীরবর্তী এলাকায় কাদা বাঁধ নির্মাণের মাধ্যমে আবেদনকারীর দ্বারা বেষ্টিত এলাকার ভেতরে জমা হওয়া পলির প্রবাহ রোধ করার বিষয়ে, এই আদালতের পক্ষে বিবাদী এবং আবেদনকারীদের দেওয়া আকাশ থেকে তোলা ছবি দেখে এই বিষয়ে রায় দেওয়া সম্ভব নয়। কেবলমাত্র এই ক্ষেত্রের একজন বিশেষজ্ঞই মাঠ পরিদর্শনের পর সিদ্ধান্ত নিতে পারেন যে বিবাদীর উত্থাপিত যুক্তি সত্য কিনা। অতএব, আমি এই বিষয়ে যাওয়ার এবং বিবাদীদের তদন্ত বন্ধ করার এবং এফ.আই.আর. বাতিল করার কোনও কারণ খুঁজে পাচ্ছি না।

৩২। এর সাথে, তাৎক্ষণিক পিটিশন নিষ্পত্তি করা হয়।

(বিচারপতি, বিবেক চৌধুরী)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal